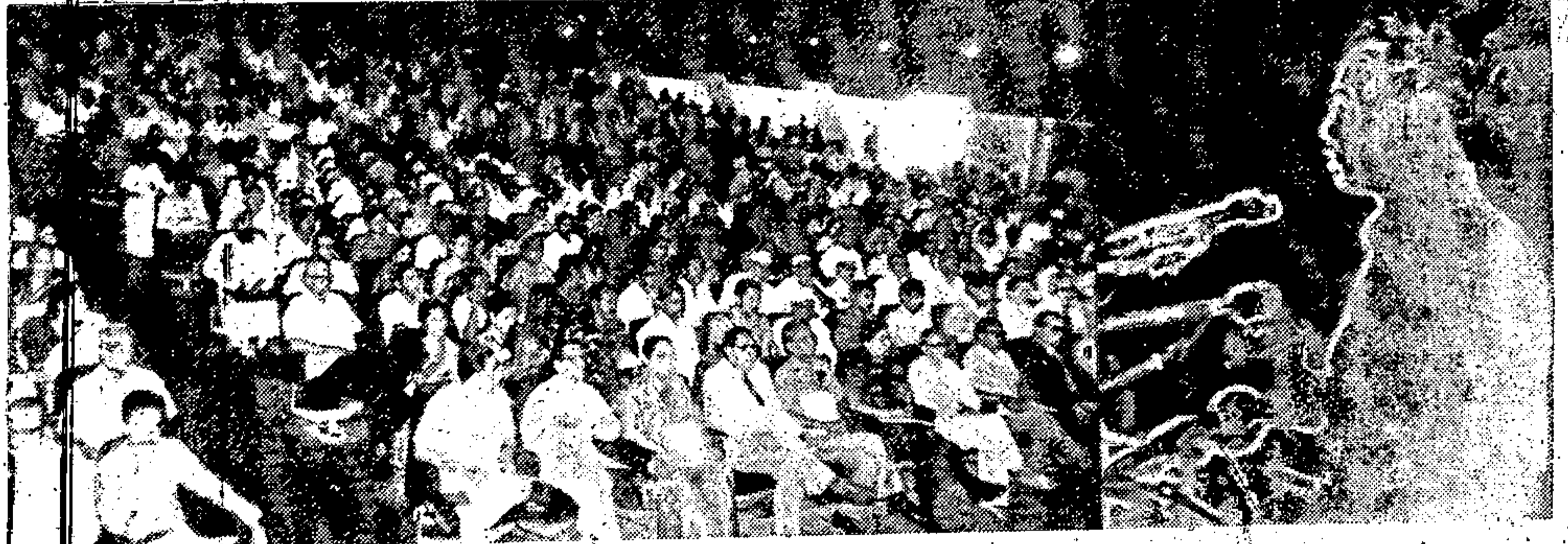


# সাফল্যের প্রশংসা

(প্রথম পৃষ্ঠা পর)  
দীর্ঘতর ও লাগামহীন প্রযুক্তির সৃষ্টি, প্রয়োগ, কৃষি, শিল্পসহ জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করতে পারে।  
প্রেসিডেন্ট সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্র সমস্যাদুলো উল্লেখ করে বলেন যে জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং দক্ষ জনশক্তি দরকার। আনন্দের বিষয় যে বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো ব্যাপারে আমরা অনেক দেশ থেকেই এগিয়ে রয়েছি।  
মেধা পচার সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন যে এ সমস্যা সমাধানের জন্যে দেশে বিজ্ঞান সাধনের সকল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।  
অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও যারা দেশেই বিজ্ঞান চর্চায় নিবেদিত রয়েছেন তাদেরকে প্রেসিডেন্ট দেশবাসীর তরফ থেকে অভিনন্দন জানান।  
মেধা পচার উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে মন্তব্য করে প্রেসিডেন্ট আরো বলেছেন, সমৃদ্ধ দেশের বিপুল সুযোগ-সুবিধায় প্রলোভনে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকে প্রতিশ্রুতিশীল বিজ্ঞানীদের হারাতে হচ্ছে।  
উফশী জয়ের ধান উদ্ভাবন, শস্য সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু উন্নয়ন এবং গাছ-গছড়া থেকে ভেজ ও রাসায়নিক পদার্থ স্বল্প ব্যয়ে হাইড্রোজেন তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ নানা ক্ষেত্রে দেশীয় বিজ্ঞানীদের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ জনজীবনে সচেতনতা গড়ে করতে বিজ্ঞানীরা আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসবেন।  
এ-প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আশা ব্যক্ত করে বলেন যে অসু-জাতিক আর্থিক শক্তি সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ আর্থিক শক্তি কমিশন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শস্য সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন দেশের অগ্রগতিতে তা বিপুল অবদান রাখবে।  
প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন, বিজ্ঞানকে মানুষের সেবায় পুরোপুরি নিয়োজিত করতে হবে। তবে ঐশ্বরিকতা যেন আমাদের মানবতাবোধ, ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিপন্ন না করে, সৌন্দর্যকে লক্ষ্য রাখা সকলেরই কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।  
সমিতির সভাপতি ডঃ এস এম

হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত ভাষণ দেন সম্মেলনের সংগঠনিক কমিটির সভাপতি ডঃ কাজী এম বদরুদ্দোজা।  
প্রেসিডেন্ট বলেন যে বিভিন্ন নীতি ও আদর্শের সংঘাতে বিভ্রান্ত আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর উন্মুক্ত নয়। তাই একই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সম্পদ ও মূল্যবান সময় ব্যয় করতে হচ্ছে।



প্রেসিডেন্ট এরশাদ রোমবার ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীতে নবম জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

## দেশীয় বিজ্ঞানীদের সাফল্যের প্রশংসা

(স্ট্রফ রিপোর্ট)  
দেশের উন্নয়নের গতিতে আরো ত্বরান্বিত করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে বিজ্ঞানীদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আভিহিত করে প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লেঃ জেনারেল এরশাদ বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে সরকার যথাসম্মত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।  
গতকাল সকালে শিল্পকলা একাডেমীতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির নবম বার্ষিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট এই আভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৈজ্ঞানিক  
(৩-এর পৃঃ দফ)